টিবি-
সম্পূর্ণ সুস্থতার
আশ্বাস। ডটস্।

সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

আপনি কি জানেন ;

১/ যক্ষ্মা রোগ এর কারণ কি ?

এ রোগের কারণ একটি জীবাণু।

২/ ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ কি একটি সংক্রামক ব্যধি ?

হ্যাঁ

৩/ ফুসফুসের এ রোগ কিভাবে ছড়ায় ?

হাচি, কাশি ও কথা বলার সময় চিকিৎসার আওতায় আসে নাই এমন একজন এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এ রোগের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী সময়ে এ রোগ সৃষ্টি করে৷

৪/যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ গুলি কি কি ?

দু-সপ্তাহের বেশী একনাগাড়ে খুসখুসে কাশি, কাশির সাথে রক্ত যেতেও পারে নাও যেতে পারে এছাড়া ক্ষিদে কম হওয়া, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দুর্বলতা অনুভব করা, স্বান্ধ্যকালীন জ্বর, ও রাত্রে ঘাম হওয়া-এগুলি এ রোগের লক্ষণ৷

৫/যক্ষ্মা রোগ শরীরের কোন অংশে হতে পারে ?

যক্ষ্মা রোগ (টিবি) শরীরের যে কোন ও অঙ্গে হতে পারে শুধু নখ ও চুল ছাড়া৷

৬/যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ গুলি হলে আপনি প্রথমে কি করবেন ?

আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করুন অথবা আপানার এলাকার আশা বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে কথা বলুন এবং বিনামূল্যে দুবার কফ পরীক্ষা করিয়ে নিন৷

৭/যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় হলে আপনার কি করা উচিৎ ?

ডটস পরিসেবা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে স্বাস্থ্যকর্মী বা আশা'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অষুধ খেতে হবে৷

৮/যক্ষ্মা রোগের অষুধ নিয়মিত কতদিন খেতে হয় ?

৬-৯মাস এ রোগের অষুধ নিয়মিত সেবন করলে যক্ষ্মা রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় কারণ যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য৷

৯/যক্ষ্মা রোগের অষুধ কোথায় পাওয়া যায় ?

রাজ্যের প্রতিটি ডটস সেন্টার অর্থাৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায়৷

১০/যক্ষ্মা রোগ কি ছোঁয়াচে ?

এরোগ ছোয়াচে নয় তবে ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ অবশ্যই সংক্রামক, যদি রোগী চিকিৎসার আওতায় না আসে৷

১১/ এ রোগ কোন অংশের মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায় ?

এ রোগ সমাজের যে কোনো অংশের মানুষেরই হতে পারে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বিশেষ করে যারা এইচ আই ভি (HIV) ভাইরাস অথবা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত।

১২/ যক্ষ্মা রোগ হলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় ?

যক্ষ্মা রোগীর হাঁচি বা কাশির সময় মুখে রুমাল ব্যবহার করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট পাত্রে

কফ বা থুতু ফেলতে হবে এবং প্রতিদিন সেটি মাটিতে চাপা দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

১৩/যক্ষ্মা রোগীর বাড়িতে ছোট শিশু থাকলে কি করা উচিত ?
ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো ৬বছরের নীচে শিশুকে আই এন এইচ ট্যবলেট ৬মাস নিয়মিত খাওয়াতে হবে অবশ্যই বয়স ও শরীরের ওজন অনুসারে।

১৪/যক্ষ্মা রোগী সঠিক সময়ে নিয়মিত অষুধ না খেলে কি হতে পারে ?
রোগী নিয়মিত ডটস পদ্ধতিতে অষুধ না খেলে রোগের জীবাণুটি অষুধের অপ্রতিরোধযোগ্য হতে পারে এবং তখন এ রোগ চিকিৎসা করা কঠিন।

১৫/ডটস্ পদ্ধতিটি কি ?
এই পদ্ধতিতে রোগীকে রোগ নির্ণয়ের পর থেকে স্বাস্থ্যকর্মী বা আশা'-র মাধ্যমে সরাসরি তত্ত্বাবধানে একদিন অন্তর সপ্তাহে তিনদিন একনাগাড়ে ছয় থেকে নয় মাস খেতে হবে।

১৬/ আশা বা কোন স্বেচ্ছাসেবী যদি একজন রোগীকে ডটস পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করেন তাহলে কত টাকা সাম্মানিক ভাতা পেয়ে থাকেন ?
২৫০টাকা সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প থেকে।

১৭/একজন যক্ষ্মা রোগী ৬-৯মাস নিয়মিত অষুধ খাওয়ার পর সম্পূর্ণ সেরে উঠলে কত টাকা অনুদান পেয়ে থাকেন?
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রোগ মুক্তির পর রোগীকে ৯০০টাকা এককালীন অনুদান দেওয়া হয়।

১৮/যক্ষ্মা রোগের জীবাণুটির নাম কি ?
জীবাণুটির নাম হল মাইকোব্যক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস।

১৯/ আপনি জানেন কি ২৪শে মার্চ দিবসটি কি উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যে পালন করা হয় ?
প্রতিবছর ২৪শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদযাপিত হয় এদিন বৈজ্ঞানিক ডা: রবার্ট কক যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন এদিন বৈজ্ঞানিক ডা: রবার্ট কক যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাবছর রাজ্যব্যপী বিভিন্ন কর্মসুচীর পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতা শিবির, কর্মশালা, পুতুল নাটক, পথনাটক ইতাদি করা হয়ে থাকে।

২০/বর্তমানে আমাদের রাজ্যে যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অধীনে মোট কয়টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের দিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চলছে ?
প্রকল্পের কর্মসুচির পাশাপশি চার জেলাতে চারটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের নিযুক্ত করা রয়েছে বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে সচেতনতার বার্তা সুনির্দিষ্ট ভাবে পৌছে দেওয়ার জন্য। এছাড়াও চা, ইটভট্টার শ্রমিকদের সাথে মত বিনিময় সভা, আলোচনা চক্র বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে করা হচ্ছে।
স্বেচ্ছ্যসেবী সংস্থা গুলির নাম :-
১/ চেতনা ইনষ্টিটিউট ফর উইমেন্স স্টাডিজ, মেলারমাঠ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।
২/ গোলাঘাটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, গোলাঘাটি (দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা)
৩/ ব্লাইন্ড এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফট এসোসিয়েশন, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা।
৪/ চেতনা, কুলাই আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা

২১/ ঔষুধ খাওয়াকালীন কতবার কফ পরীক্ষা দরকার
ঔষুধ খাওয়াকালীন ৩ থেকে ৪ বার কফ পরীক্ষা করা দরকার, স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো।